ইউনিট ১০

ব্যাংক হিসাব মিলকরণ
Bank Reconciliation

ভূমিকা

সভ্যতার ক্রমবিকাশে ব্যাংক ব্যবস্থা এক অন্যান্য ভূমিকা রেখে আসছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে ব্যাংক ব্যবস্থাও ক্রমশঃ উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। আধুনিক অর্থনীতিতে ব্যাংকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আপনি একজন ব্যক্তি বা আপনার একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এজন্য আপনার নিশ্চয়ই ব্যাংকে একটি হিসাব আছে। আপনার ব্যবসায়ের নগদ টাকা ও ব্যাংকের জমা/উত্তোলন সম্পর্কে আপনি আপনার নগদান হিসাব থেকে জানতে পারেন। অন্যদিকে আপনার ব্যাংক লেন-দেন ব্যাংকের বইতেও তাঁরা লিখে রাখেন। আপনার অবগতির জন্য ব্যাংক তার বইয়ের লেন-দেনের হিসাব সম্বলিত একটি বই আপনাকে দিয়েছেন বা আপনি নিতে পারেন। এ বইয়ের নাম হল **'পাশ বই'**। এ থেকে আপনি আপনার ব্যাংক হিসাবের স্থিতির (Balance) সাথে আপনার নগদান বহির ব্যাংক ঘরের স্থিতি (Balance) মিলিয়ে দেখতে পারেন। বর্তমানে কোন কোন ব্যাংকে মাস শেষে বা চাইলে পাশ বইয়ের পরিবর্তে একটি শীটে ব্যাংক হিসাব বিবরণী দিয়ে থাকে। মানুষ মাত্রেই ভুল আছে। তাই আপনার ব্যবসার নগদান বইয়ের ব্যাংকের ঘরে বা পাশ বইয়ের/ব্যাংক হিসাব বিবরণীতে কখনও কোন ভুল হতে পারে। এজন্য উভয় বই বা বিবরণীতে গরমিল দেখা দিতে পারে। পরে আপনি এবং ব্যাংকের অফিসার বসে এ গরমিলের কারণ খুজে বের করতে পারেন। ঐ গরমিলের কারণ সমন্বয়ের জন্য পাশ বইয়ের স্থিতির সাথে নগদান বইয়ের স্থিতি মিলিয়ে একটি বিবরণী তৈরী করতে হয়। এটাই **ব্যাংক হিসাব মিলকরণ বিবরণী**। এর মাধ্যমে ব্যাংকের হিসাব এবং ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নগদান বইয়ের ব্যাংকের ঘরের স্থিতির মধ্যেকার গরমিল ঠিক করা হয়।

আপনি এই ইউনিট পাঠ করে ব্যাংকের পরিচিত, ব্যাংক হিসাবের প্রকারভেদ, ব্যাংকের লেন-দেন লেখার নিয়ম, ব্যাংক ও ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নগদান হিসাবের ব্যাংকের স্থিতির গরমিল নির্ণয় করে কিভাবে সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হয় সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

পাঠ-১ ব্যাংকের পরিচিতি (Introduction of Bank)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ব্যাংক কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- ব্যাংকের কার্যাবলী উল্লেখ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ব্যাংক কাকে বলে (What is meant by Bank) ঃ ব্যাংক ব্যবসার সূচনা হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৫,০০০ সাল থেকে। গ্রীক সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, রোম সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, চীন সভ্যতা, মিশরীর সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা, মেসোপটোমিয়ান সভ্যতা, বৈদিক যুগ প্রভৃতি সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সভ্যতার আদি যুগে মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল না। তখন বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। মুদ্রা ব্যবস্থার আবির্ভাবের পর থেকেই মূলতঃ ব্যাংক ব্যবস্থার শুরু। আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসুরীদের মধ্যে রয়েছে মহাজন, কাবুলিওয়ালা, স্বর্ণকার, সাহুকার, শেঠী, শরাফ ইত্যাদি। এ উপমহাদেশের ব্যাংক ব্যবসার ইতিহাসও এই ধারাবাহিকতায় চলেছে।

বর্তমান আধুনিক যুগে ব্যাংক ছাড়া কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অচল বললেই চলে। ব্যাংক অন্যের টাকা নিয়ে ব্যবসা করে। ইহা জনগণের অলস অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং অন্যকে ঐ অর্থ ধার দিয়ে থাকে। আমানতের অর্থের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়া হয় এবং ঋণ দেয়া অর্থের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ নেয়া হয়। এতে বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের কাজের গতি সচল রাখে। গৃহীত সুদ ও প্রদত্ত সুদের পার্থক্যই ব্যাংকের মুনাফা। বর্তমানে ব্যাংক শুধু আমানত গ্রহণ ও ঋণই প্রদান করে না। ইহা আন্তজার্তিক বাণিজ্যে ভূমিকা রাখার সাথে সাথে গ্রাহকের নানাবিধ সেবামূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে। ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে দেখা যায়, অভিধানে এক রকম সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, বিশ্বকোষগুলোতে একেক রকম সংজ্ঞা দেয়া রয়েছে, বিভিন্ন আইন ও অধ্যাদেশে বিভিন্নভাবে একে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, বিভিন্ন ব্যাংকিং ইনষ্টিটিউট-এর নানাবিধ সংজ্ঞা দিয়েছে এবং বিভিন্ন পন্ডিত ও লেখক একে নিজস্ব ভঙ্গিতে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ দেয়া হল ঃ

১. ''ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদে সংরক্ষণ এবং গ্রাহকের নির্দেশে অর্থ প্রদান সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত'' — অক্সফোর্ড অ্যাডভ্যান্সড লার্নারস ডিক্শনারী।

২. ''অর্থ গচ্ছিত রাখার জন্য ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এ অর্থ বিনিয়োগের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হল ব্যাংক'' — সংসদ ডিকশনারী।

৩. ''বাণিজ্যিক ব্যাংক হল মুদ্রা, চেক ও বিনিময় বিলের মত বিকল্প মুদ্রা ব্যবসায়ী'' — নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা।

৪. ''যথার্থ ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে (কর্পোরেশন) ব্যাংক বলে''— ইংরেজ অর্থ আইন, ১৯১৫।

৫. ''ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত হল ব্যক্তি, কর্পোরেশন বা কোম্পানী যে ব্যাংকার হিসাবে কাজ করে'' — হস্তান্তরযোগ্য দলীল আইন, ১৮৮১।

৬. ''যে প্রতিষ্ঠান মুদ্রা ব্যবসা এবং মুদ্রা সংক্রান্ত আর্থিক সেবা কাজে নিয়োজিত তাকে ব্যাংক বলে'' — আমেরিকান ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন।

৭. ''ব্যাংক বিতরণমূলক কাজ ও সেবা সম্পাদন এবং ঋণদান ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একজন মধ্যস্তাকারী হিসেবে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করে'' — আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব ব্যাংকার্স।

৮. ''অর্থ সংরক্ষণ, ঋণদান এবং বিনিময় কাজে নিয়োজিত অফিস বা প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় ব্যাংক'' — অধ্যাপক চেম্বার্স।

৯. ''ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মূল কাজ হ'ল মানুষের অব্যবহৃত অর্থ জমা রাখা এবং এ অর্থ অন্যকে ধার দেয়া'' — আর.পি.কেন্ট।

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকগুলি সুদের পরিবর্তে অর্থ লাভে বিনিয়োগ করে এবং আমানত হিসাবগুলিতে লাভের অংশ প্রদান করে।

এসব আলোচনা ও উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা বলতে পারি, ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে, লাভ বা সুদের বিনিময়ে উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করে, বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে এবং এতদ্সংক্রান্ত অন্যান্য গ্রাহক সেবা প্রদান করে।

ব্যাংকের কার্যাবলী (Functions of a Bank) ঃ ব্যাংক মূলতঃ দু'ধরনের। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক। আমরা মূলতঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করব। নিম্নে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী উল্লেখ করা হ'ল ঃ

১. **আমানত গ্রহণ (Receiving Deposit) ঃ** ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হল জনগণের বিক্ষিপ্ত ও অলস সঞ্চিত অর্থ বিভিন্ন হিসাবে আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে জনগণের অর্থ নিরাপত্তা ও লাভজনকতা প্রাপ্ত হয় এবং ব্যাংক ও বিনিয়োগযোগ্য তহবিল পেয়ে থাকে।

২. **ঋণ মঞ্জুর (Sanctioning Credit) ঃ** ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হল বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ মঞ্জুর করা। ব্যাংকের তারল্য ঠিক রেখে ব্যাংক লাভজনক খাতে ঋণ দিয়ে কাম্য লাভ অর্জন করতে পারে। ব্যাংক সাধারণতঃ স্বল্প মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। তবে বিশেষ সুবিধাজনক খাতে মধ্যম মেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণও বর্তমানে দিয়ে থাকে।

৩. **লাভ/সুদ প্রদান ও গ্রহণ (Receiving and Paying Profit/Interest) ঃ** ব্যাংক গৃহীত আমানত বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভ/সুদ অর্জন বা গ্রহণ করে থাকে। এ থেকে ব্যাংক আমানতের উপর লাভ/সুদ প্রদান করে এবং বাকী অর্থ ব্যাংকের লাভ হিসেবে ব্যাংককে সচল রাখে।

৪. **বিনিয়োগের মাধ্যম সৃষ্টি (Creating Medium of Exchange) ঃ** ব্যাংক চেক, ড্রাফট, পে-অর্ডার, প্রত্যয়নপত্র, বিনিময় বিল, ক্রেডিট কার্ড, ট্রাভেলার্স চেক প্রভৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লেন-দেন ও দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে থাকে।

৫. **আন্তজার্তিক বানিজ্যে সহায়তা (Helping Foreign Trade) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এক গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দান, বিল ভাঙ্গানো, বিভিন্ন মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ প্রভৃতি সেবা দিয়ে ব্যাংক আমদানী-রপ্তানীকারককে সহায়তা করে থাকে।

৬. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Developing Economy) ঃ** ব্যাংক ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি খাতে মূলধন বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

৭. **অন্যান্য সেবামূলক কার্য সম্পাদন (Performing other Service Oriented Functions) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে বিশেষজ্ঞমূলক পরামর্শ প্রদান করে, দেশী-বিদেশী জনগণের মধ্যে সেতু বন্ধন রচনা করে, মক্কেলদের অছি ও জামিনদার হিসেবে কাজ করে, প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ করে, কোম্পানির শেয়ার অবলেখন (underwriting) করে থাকে, ব্যবসায়িক সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় তথ্য প্রদান করে এবং কর্মসংস্থানে বিরাট ভূমিকা রাখে।

আপনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু কাজ সম্পর্কেও জেনে নিন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ করে, নোট ইস্যু করে, সরকারের কোষাগার হিসেবে কাজ করে, অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের সর্বশেষ আশ্রয় স্থল হিসেবে দায়িত্ব পালন করে, মুদ্রা বিনিময় হার নির্ধারণ করে, নিকাশ ঘরের কাজ করে এবং সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

পাঠ-সংক্ষেপ

- ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাস অতি প্রাচীন। ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা মূলতঃ আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদানসহ আন্ত জার্তিক বাণিজ্যে সহায়তা ও বিভিন্ন সেবামূলক কার্য সম্পাদন করে। এর অনেক কাজ রয়েছে যা অর্থনীতিকে সচল রাখতে সহায়তা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমস্ত ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা কবে থেকে ?
   ক) খ্রীঃ পূর্ব ৫,০০০ সাল থেকে খ) খ্রীঃ পূর্ব ৫০,০০০ সাল থেকে
   গ) ১৯৪৭ সাল থেকে ঘ) ১৯৭২ সাল থেকে।

২. ব্যাংকের মূল কাজ কি কি ?
   ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও নোট ইস্যু খ) আমানত গ্রহণ ও ঋণদান
   গ) আর্থিক সহায়তা ও সেবাদান ঘ) আর্থিক ও কৃষি উন্নয়ন।

৩. অর্থ গচ্ছিত রাখা ও ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগের কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে কি বলে ?
   ক) কোম্পানী খ) ব্যবসায়
   গ) ব্যাংক ঘ) কর্পোরেশন।

৪. নোট ইস্যু করা কার কাজ ?
   ক) বানিজ্যিক ব্যাংকের খ) কোম্পানীর
   গ) সরকারের ঘ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের।

পাঠ-২

বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক হিসাব
Different Types of Bank Account

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকার হিসাবের উল্লেখ করতে পারবেন।

ব্যাংক হিসাবের শ্রেণীভেদ (Classification of Bank Account) ঃ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংকের ব্যাংকার — গ্রাহক (Banker-Customer) সম্পর্ক তখনই সৃষ্টি হবে যখন ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঐ ব্যাংকে কোন হিসাব খোলেন। সুতরাং ব্যাংকের নিজস্ব বই বা কম্পিউটারে যে নামের মাধ্যমে গ্রাহকের জমা ও উত্তোলনের কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে। ব্যাংক ও গ্রাহকের উভয়ের দিক থেকে এর সঠিকতা প্রতিপাদন করা একান্ত প্রয়োজন। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করে। চাকুরীজীবি, কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি প্রভৃতি ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের হিসাব খোলার প্রয়োজন হতে পারে। তাই ব্যাংক জনগণের চাহিদার দিকে তাকিয়ে বিভিন্ন ধরনের হিসাব খুলে থাকে। ব্যাংক মূলতঃ ৩ প্রকার হিসাব খুলে থাকে। তবে কখনও বিশেষ কিছু হিসাবও খুলে থাকে। নিম্নে এ চার প্রকার হিসাবের বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১. **চলতি হিসাব (Current Account) ঃ** যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক চলাকালীন সময়ে (Banking Hour) যতবার ইচ্ছা অর্থ জমা রাখা ও টাকা উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব চলে। সাধারণতঃ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা এ হিসাব খুলে থাকেন। যেহেতু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা তাদের প্রয়োজনে যে কোন সময়ে অর্থ উত্তোলন করতে চান এজন্য সাধারণতঃ চলতি হিসাবের স্থিতির উপর কোন লাভ/সুদ দেয়া হয় না। তবে বর্তমানে কিছু কিছু ব্যাংক এ হিসাবেও খুব কম হারে লাভ/সুদ প্রদান করছে।

২. **সঞ্চয়ী হিসাব (Savings Account) ঃ** সাধারণতঃ সপ্তাহে দু'বারের বেশী যে হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন করা যায় না এবং অতি সামান্য টাকায় যে হিসাব খোলা যায় তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণতঃ সমাজের স্থির আয়ের লোকজন (চাকুরীজীবি, কৃষক ইত্যাদি) এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এ হিসাব খুলে থাকেন। এ হিসাবের উদ্দেশ্য জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ। এ ধরনের হিসাব থেকে সপ্তাহে সাধারণতঃ দু'বারের বেশী টাকা তুলতে দেয়া হয় না। এর অধিকবার তুলতে চাইলে ম্যানেজারের অনুমতি নিতে হয়। তবে টাকা জমা দেয়ায় কোন সময়ের বাধ্যবাধকতা নেই। এ হিসাবে অপেক্ষাকৃত কম হারে লাভ/সুদ প্রদান করা হয়। আবার এ হিসাব থেকে ২০,০০০ টাকার বেশী টাকা উত্তোলন করতে হলেও ম্যানেজারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। একক বা যৌথ নামে এ হিসাব খোলা যায়।

৩. **স্থায়ী হিসাব (Fixed Account) ঃ** একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যে হিসাব খোলা হয় তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। একে মেয়াদী হিসাবও (Term Deposit Account) বলা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ ৩ মাস, ৬ মাস, ১২ মাস/১ বছর বা একাধিক বছরের জন্য এ হিসাব খোলা হয়ে থাকে। এটা এক ধরনের চুক্তিভিত্তিক হিসাব। স্থায়ী হিসাবের সময়ভেদে উ□চহারে *লাভ/সুদ প্রদান* করা হয়ে থাকে। ব্যাংক এ হিসাবের টাকা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। সাধারণতঃ মেয়াদপূর্তির আগে এ হিসাবের অর্থ উত্তোলন করা যায় না। তবে কোন কারণে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে টাকা উত্তোলন করলে (ভাঙ্গালে) কম লাভ/সুদ পেয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংক লাভ/সুদ নাও দিতে পারে। এ হিসাবে একবারই টাকা জমা রাখা হয়।

৪. **বিশেষ হিসাব (Special Accounts) ঃ** উপরোক্ত হিসাবগুলো ছাড়াও কিছু বিশেষ হিসাব রয়েছে যাদের বর্ণনা নীচে দেয়া হল। এর কোন কোন হিসাব উপরোক্ত হিসাবগুলোর বৈশিষ্ট্যমন্ডিতও হতে পারে।

ক) **স্বল্প-মেয়াদী হিসাব (Short Term Deposit) ঃ** একে স্বল্প নোটিশ জমা হিসাব (Short Notice Deposit) ও বলা হয়ে থাকে। এটা মেয়াদী হিসাবের মতই তবে এক্ষেত্রে টাকা তুলতে ব্যাংককে নোটিশ দিতে হয় এবং যে কোন দিন এ হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন করা যায়। এতে সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়েও কমহারে সুদ দেয়া হয়।

খ) **ডিপোজিট পেনশন স্কীম (Deposit Pension Scheme) ঃ** যাদের নিয়মিত আয় রয়েছে তারা মাসিক কিস্তিতে নির্দিষ্ট টাকা জমা রেখে উ□চ *হারে লাভ/সুদ ভোগ করতে পারেন এ স্কীমের মাধ্যমে। এ হিসাব ও মেয়াদী (৫, ১০ বা* ২০ বছর) কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট অংকের টাকা জমা রাখতে হয়। মেয়াদপূর্তির পূর্বে এ হিসাব থেকে সাধারণতঃ অর্থ উত্তোলন করা যায় না। বিশেষ কারণে উত্তোলন করলে কম হারে লাভ/সুদ দেয়া হয়।

গ) **ডাকঘর সঞ্চয়ী হিসাব (Postal Saving Account) ঃ** এ হিসাবমূলত ডাকঘরে খোলা হয়। ব্যাংক হিসেবে ডাকঘর এ লেন-দেন করে থাকে। মাত্র ২ টাকা দিয়ে এ হিসাব খোলা যায়। ব্যাংকের চেয়ে এখানে লাভ/সুদের হার বেশী।

ঘ) **বৈদেশিক সঞ্চয়ী হিসাব (Foreign Currency Savings) ঃ** বিদেশে চাকুরীরত কোন ব্যক্তি নিজ দেশের ব্যাংকের নির্বাচিত শাখায় এ হিসাব খুলতে পারেন। এ হিসাব খুলতে কোন টাকা জমা দিতে হয় না। বৈদেশিক যে কোন মুদ্রায় এ হিসাব পরিচালিত হতে পারে। এক্ষেত্রে (বাংলাদেশ ব্যাংক) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক মুনাফার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করছে এবং হিসাবগুলিতে মুনাফা দিচ্ছে। তাদের সঞ্চয়ী হিসাবের নাম মুদারবা সঞ্চয়ী হিসাব (MSA), চলতি হিসাবের নাম আল্-ওয়াদিয়া চলতি হিসাব (Al-Wadia Current Account), স্থায়ী হিসাবের নাম মেয়াদী জমা রশিদ (Term Deposit Receipt), স্বল্প মেয়াদী হিসাবে নাম স্বল্প বিজ্ঞপ্তি জমা হিসাব (Short Notice Deposit Account), DPS-এর নাম MSS (Mudaraba Special Savings) হিসাব এবং বৈদেশিক সঞ্চয়ী হিসাব একই নামে চলে (FCA)।

পাঠ সংক্ষেপ

- হিসাব খোলার মাধ্যমে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। মৌলিক ৩ ধরনের হিসাব খোলা হয়। আরো কিছু বিশেষ হিসাব রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকগুলোও প্রচলিত হিসাবের মত হিসাব খোলে কিন্তু তাদের হিসাবগুলোর নাম কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ব্যাংক মৌলিকভাবে কয় ধরনের হিসাব রাখে ?

ক) ৩ খ) ৪

গ) ৫ ঘ) ৬।

২. নিম্নের কোন উত্তরটি সঠিক ?

ক) চলতি হিসাবে দু'বারের বেশী টাকা উঠানো যায় না খ) চলতি হিসাব সাধারণতঃ স্থির আয়ের লোকজন খোলে

গ) চলতি হিসাব থেকে যতবার ইচ্ছা টাকা উঠানো যায় ঘ) চলতি হিসাবের সুদের হার বেশী।

৩. নিম্নের কোন্ উক্তিটি সঠিক ?

ক) স্থায়ী ও সঞ্চয়ী হিসাবে সুদের হার একই খ) স্থায়ী হিসাবে বারবার টাকা রাখা যায়

গ) স্থায়ী হিসাব থেকে বারবার টাকা উঠানো যায় ঘ) সঞ্চয়ী হিসাব থেকে সপ্তাহে দু'বার টাকা উঠানো যায়।

৪. কোন্টি সঠিক ?

ক) STD এবং DPS চলতি হিসাব খ) STD এবং DPS এক ধরনের মেয়াদী হিসাব

গ) STD এবং DPS সঞ্চয়ী হিসাব ঘ) STD এবং DPS এ সুদ/লাভ প্রদান করা হয় না।

৫. কোন্ উত্তরটি সঠিক ?

ক) ইসলামী ব্যাংকে প্রচলিত ব্যাংকের মতই হিসাব রয়েছে খ) ইসলামী ব্যাংকের হিসাবের নামও প্রচলিত ব্যাংকের মত

গ) ইসলামী ব্যাংক তাদের হিসাবে কোন লাভ দেয় না ঘ) ইসলামী ব্যাংক ভিন্ন প্রকৃতির হিসাব খোলে।

পাঠ-৩ ব্যাংক সংক্রান্ত লেন-দেন লিপিবদ্ধ করার নিয়ম (Rules of Recording Banking Transactions)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ব্যাংক হিসাব খোলার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন
- ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা দেয়ার পদ্ধতি লিখতে পারবেন
- হিসাব থেকে কিভাবে টাকা উত্তোলন করে তা বলতে পারবেন
- পাশ বই ও চেক বই সম্পর্কে ধারণা উল্লেখ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ব্যাংক হিসাব খোলার পদ্ধতি (Procedures of Opening an Account) ঃ

ব্যাংকে হিসাব খুলতে গেলে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। পদ্ধতিটি কয়েকটি ধাপে বিভক্ত। কোন হিসাব খুলবেন সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে এ ধাপগুলো সমাপ্ত করলে একটি হিসাব খোলা যেতে পারে। ধাপগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল (সঞ্চয়ী হিসাবের জন্য) ঃ

১. **আবেদনপত্র সংগ্রহ ও পূরণ ঃ** হিসাব খুলতে হলে প্রথমে ব্যাংক থেকে ব্যাংকের নির্ধারিত আবেদন পত্রে আবেদন করতে হবে। এ ফরম নিয়ে এতে উল্লিখিত তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হয়। যেমন ঃ আমানতকারীর নাম, পিতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা, পেশা, বিশেষ কোন নির্দেশনা (যদি থাকে)। সবশেষে স্বাক্ষর করে ২ কপি ছবি সংযুক্ত করতে হয়।

২. **পরিচিতি প্রদান ঃ** হিসাব খুলতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে হিসাব রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক আপনার পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে। এটা মূলতঃ আবেদনকারী প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি কিনা তা নির্ধারণে জন্য করা হয় যাতে পরে কোন প্রতারনার স্বীকার না হতে হয়। পরিচয়দানকারী তাঁর স্বাক্ষর করে হিসাব নং উল্লেখ করে থাকেন।

৩. **নমুনা স্বাক্ষর প্রদান ঃ** আবেদনপত্র সম্পর্কে ব্যাংক সন্তুষ্ট হলে ধরে নেয়া হবে ব্যাংক হিসাব খুলতে রাজি। তখন ব্যাংক গ্রাহকের ভবিষ্যৎ লেন-দেনের নির্দেশের জন্য নমুনা স্বাক্ষর সংরক্ষণ করবেন। এজন্য একটি কার্ডে তিনটি স্বাক্ষর করতে হয়। ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার স্বাক্ষর সনাক্তকরে তা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে যে কেনা কাজে এ স্বাক্ষরই গ্রাহকের সনাক্তকারী মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়। টাকা উত্তোলনের সময় অফিসার চেকের স্বাক্ষরের সাথে এ স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখেন। অমিল হলে চেক অসম্মান করেন এবং টাকা দানে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

৪. **দলিলপত্র সমর্পন ঃ** উপরোক্ত তিন ধাপের মাধ্যমে সাধারণ ব্যক্তি হিসাব খোলার অনুমতি পেতে পারেন। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানকে (ব্যবসায়িক, সমিতি, ক্লাব ইত্যাদি) হিসাব খুলতে হলে অতিরিক্ত দলিলপত্র (যেমন ঃ হিসাব খোলা, কারা হিসাব পরিচালনা করবে তাদের নাম ও স্বাক্ষর ইত্যাদি সংক্রান্ত রেজুলেশন, ব্যবসায়িক লাইসেন্স ইত্যাদি) প্রয়োজন হয়। এসব ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক হিসাব খোলার অনুমতি দিতে পারে।

৫. **প্রাথমিক জমা ঃ** উপরোক্ত ধাপগুলো পার হলে টাকা জমাদনের মাধ্যমে হিসাব খোলা সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাবের ধরন বুঝে আমানতকারীকে একটি ন্যূনতম টাকা তার উক্ত হিসাবে জমা দিতে অনুরোধ করে। এক্ষেত্রে তাঁকে একটি হিসাব নং প্রদান করা হয়।

৬. **জমা রশিদ পূরণ ঃ** ন্যূনতম জমার টাকা একটি রশিদের মাধ্যমেই দিতে হয়। এ রশিদে অবশ্যই কেশিয়ার ও একজন অফিসারের স্বাক্ষর থাকতে হবে। এর এক অংশ, রশীদ বইয়ের সাথে গ্রাহকের নিকট থাকে এবং এক অংশ ব্যাংকের নিকট হিসাবের জন্য থাকে।

৭. **চেক বই ইস্যু ঃ** হিসাব খোলা উপরোক্ত ৬ ধাপে শেষ হয়েছে। পরবর্তীতে টাকা উত্তোলনের জন্য এ ধাপে ব্যাংক গ্রাহককে নির্দিষ্ট ফরমে স্বাক্ষরের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করে চেক বই ইস্যু করে।

৮. **পাশ বই ইস্যু ঃ** এটা মূলতঃ ব্যাংক ও গ্রাহকের হিসাবের যথার্থতা প্রমাণের মাধ্যম। কত টাকা জমা দেয়া হল, কত টাকা উত্তোলন করা হল এবং কত টাকা স্থিতি রইল তা জানার জন্য ব্যাংক পাশ বই ইস্যু করে থাকে। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

হিসাবে টাকা জমা দেয়ার পদ্ধতি (Procedures of Depositing Money in the Account) ঃ

ব্যাংক হিসাব খোলার সময় ন্যূনতম জমার অংক জমা দিতে একটি জমার রশিদ দিয়ে থাকে। ঐ জমার রশিদের অন্য পাতায় জমার বিবরণ লিখে স্বাক্ষর করে টাকা জমা দিতে হয়। এ রশিদে ব্যাংকের নাম, শাখার না, জমার তারিখ, আমানতকারীর নাম, হিসাব নং, টাকার পরিমাণ ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। জমাকারী খালিঘরগুলো পূরণ করে স্বাক্ষর করে ক্যাশ কাউন্টার রশিদ ও টাকা পেশ করেন। ক্যাশিয়ার সব ঠিক আছে কিনা দেখে রশিদে স্বাক্ষর দেন। একজন কর্মকর্তাও কাউন্টার স্বাক্ষর দেন। এভাবে টাকা হিসাবে জমা হয়। ব্যাংক রশিদের ডান অংশ রেখে একই প্রকৃতির বাম অংশ গ্রাহককে ফেরত দেয়। গ্রাহক তার হিসাবে টাকার বদলে চেক, বিল, ড্রাফট ইত্যাদির অর্থও এ রশিদের মাধ্যমে জমা দিতে পারেন।

হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন পদ্ধতি (Procedures of withdrawdal of Money from the Account) ঃ

হিসাব খোলার সপ্তম ধাপে আমরা দেখেছি, ব্যাংক গ্রাহককে চেক বই ইস্যু করে। চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের অর্থ উত্তোলনের জন্য মূলতঃ চেক বই ইস্যু করা হয়। এ চেক বই ১০, ২০, ২৫ বা ৫০ পাতার হয়ে থাকে।

টাকা উত্তোলন করতে চাইলে হিসাবধারী (Account holder) উক্ত বইয়ের একটা পাতার খালিঘরগুলি (প্রাপক, তারিখ, টাকার অংক, কথায়) পূরণ করে চেকের উপরে ডানদিকে একটি এবং উল্টা দিকে দু'টি স্বাক্ষর করে ব্যাংকে জমা দিয়ে টোকেন গ্রহণ করেন। নির্দিষ্ট কর্মকর্তা চেকটি পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে তার হিসাবে ঐ অর্থসহ ন্যূনতম জমার অংক আছে কিনা তা যাচাই করেন। পর্যাপ্ত স্থিতি থাকলে উক্ত স্থিতি থেকে এ অংক বিয়োগ করে কর্মকর্তা তাঁর অর্থ প্রদানের নির্দেশ সম্বলিত স্বাক্ষরসহ চেকটি ক্যাশিয়ারকে প্রদান করেন। ক্যাশিয়ার টোকেন নিয়ে গ্রহীতা নিশ্চিত জেনে অর্থ প্রদান করেন।

চেক (Cheque) ও পাশ বই (Pass Book) ঃ কোন গ্রাহক তাঁর নিজেকে, অন্য কাউকে বা বাহককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য ব্যাংকে যে নিঃশর্ত নির্দেশ দেন তাকে চেক বলে। মূলতঃ চেক একটি লিখিত নির্দেশ এবং নির্দেশটি শর্তহীন। চেকের দু'টি বা তিনটি পক্ষ থাকে। আদিষ্ট (ব্যাংক), আদেষ্টা (গ্রাহক) এবং প্রাপক (নিজে বা অন্য কেউ)। প্রাপক নিজে হলে পক্ষ দু'টি হয়। চেকে অর্থ প্রদানের তারিখ, অর্থের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে। কথায় ও অংকে একই হতে হবে। গ্রাহকের স্বাক্ষর নমুনা স্বাক্ষরের সাথে মিলতে হবে। ব্যাংকিং সময়ে চেকটি উপস্থাপিত হতে হবে। চেক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও শাখা ছাড়া অন্য কোন ব্যাংক বা শাখা পরিশোধ করতে পারে না। নিম্নে চেকের একটি নমুনা দেয়া হল।

পই/১০ নং ৭১০৬০৩১

সোনালী ব্যাংক
..... শাখা

সঞ্চয়ী হিসাব নং [ ]

তারিখ ঃ .....

প্রদান করুন ..... অথবা বাহককে

টাকা .....দেওয়া হউক

টাকা [ ]

ব্যাংক কোন অর্থ জমা নিলে সাথে সাথে তা সংশ্লিষ্ট খতিয়ানে সংশ্লিষ্ট আমানকারীর হিসাবে লিপিবদ্ধ করে। উক্ত খতিয়ানের অবিকল রূপ হল পাশ বই। পাশ বইয়ের হিসাব লিখনী ও ব্যাংকের লেজারের লিখনী একই প্রকৃতির। পাশ বই সম্পর্কে আলোচনা করলেই ব্যাংকের লেন-দেন লেখার নিয়ম জানা যাবে।

ব্যাংক গ্রাহককে হিসাব খোলার দিনে বা পরে ব্যাংকের খতিয়ান হিসাবের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সম্বলিত একটি মুদ্রিত বই সরবরাহ করে থাকে। একেই পাশ বই বলে। কম্পিউটারাইজড ব্যাংক বা শাখা এ বই ইস্যু করে না। সেখানে মাসে বা প্রয়োজনীয় যে কোন সময়ে গ্রাহকের প্রয়োজন মত একটি বিবরণী বের করে দেয়া হয়। এ ব্যাংক বিবরণী ও পাশ বই একই অর্থবহ। ব্যাংক বিবরণী ব্যাংকের রক্ষিত খতিয়ান হিসাবের প্রিন্টেড/মুদ্রিত কপি।

পাশ বই বা ব্যাংক বিবরণীতে ব্যাংকের নাম, শাখার নাম, আমানতকারীর নাম, হিসাবের নং, জমা/উত্তোলনের তারিখ, প্রদানের বিবরণ (কাকে), চেক নং, জমা উত্তোলন, স্থিতি এবং অফিসারের স্বাক্ষরের নির্দিষ্ট স্থান থাকে। গ্রাহক যখন কোন অর্থ জমা দেয় তখন ব্যাংক তারিখ, জমার রশিদ নং, জমার অংক খতিয়ানে/পাশ বইতে লিপিবদ্ধ করে। শেষে স্থিতি লিখে স্বাক্ষর করেন কোন অফিসার। আবার কেউ টাকা উত্তোলন করলে সেক্ষেত্রে তারিখ, প্রাপক, চেক নং, উত্তোলিত অংক লিখে পূর্বোক্ত জের থেকে এ অংক বিয়োগ করে স্থিতি লিখে স্বাক্ষর করা হয়। এভাবে নির্দিষ্ট কোন তারিখে গ্রাহক এ পাশ বই বা বিবরণী থেকে তাঁর হিসাব সর্ম্পকে অবগত হতে পারেন। মূলতঃ এটাই গ্রাহকের হিসাবের পূর্ণাঙ্গ চিত্র। নিম্নে পাশ বই বা ব্যাংক বিবরণীর একটি (পাতার) নমুনা দেয়া হল ঃ

সোনালী ব্যাংক
..... শাখা

নাম ঃ
হিসাবের নম্বর ঃ
ঠিকানা ঃ

তারিখ	বিবরণ	চেক নং	জমা		উত্তোলন		স্থিতি		স্বাক্ষর
			টাকা	পয়সা	টাকা	পয়সা	টাকা	পয়সা	

ব্যাংক এ বিবরণী দিয়ে গ্রাহককে বছর শেষে স্থিতি নিশ্চিত করতে অনুরোধ করে থাকে।

পাঠ সংক্ষেপ

- ব্যাংক হিসাব খোলা, টাকা জমা দেয়া এবং টাকা উত্তোলনের নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। টাকা উত্তোলনের জন্য চেক বই ইস্যু করা হয় এবং আমানতকারী যাতে তাঁর হিসাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারেন এজন্য ব্যাংক গ্রাহককে পাশ বই ইস্যু করে অথবা চাহিদা মোতাবেক ব্যাংক বিবরণী প্রদান করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন্ উত্তরটি সঠিক ?

ক) হিসাব খোলার জন্য ব্যাংকের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরন করতে হয় খ) ব্যাংকে গেলেই হিসাব খোলা যায়
গ) ব্যাংক যে কোন লোকের হিসাব খুলতে বাধ্য ঘ) হিসাব খুলতে কোন ছবির দরকার হয় না।

২. সঠিক উত্তর কোন্টি ?

ক) চেক একটি লিখিত কাগজ খ) চেক একটি বই
গ) চেক একটি লিখিত শর্তহীন নির্দেশ ঘ) চেক একটি শর্ত সাপেক্ষ নির্দেশ।

৩. কোন্ বক্তব্যটি সঠিক ?

ক) পাশ বই গ্রাহকের হিসাবের খন্ডিত চিত্র খ) পাশ বই গ্রাহকের হিসাবের পূর্ণাঙ্গ চিত্র
গ) পাশ বই ব্যাংকের একটি নিয়মের বই ঘ) পাশ বই থেকে হিসাবের স্থিতি জানা যায় না।

পাঠ-৪ নগদান বই ও পাশ বইয়ের উদ্বৃত্তের মধ্যে গরমিলের কারণ (Causes of differences between cash Book & Pass Book Balances)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- নগদান বই এবং পাশ বইয়ের উদ্বৃত্তের মধ্যকার গরমিলের কারণগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

কোন ব্যবসায়ীর নগদান বইয়ের ব্যাংকের কলামে যে উদ্বৃত্ত থাকে পাশ বই বা ব্যাংক বিবরণীতে প্রদর্শিত উদ্বৃত্ত ও একই অংকে থাকা উচিৎ। তাহলে নগদান বই ও পাশ বইয়ের হিসাব লিখন সঠিক বলে ধরা হবে। কিন্তু অনেক সময় নগদান বই ও পাশ বইয়ের স্থিতি মেলে না। তখন ধরে নেয়া হয় এ দুই বইয়ের কোথাও ভুল আছে। সাধারণতঃ দুই স্থিতির গরমিল দেখা দিলেই ব্যবসায়ী সমন্বয়ের জন্য ব্যাংকে যান। নিম্নে নগদান ও পাশ বইয়ের স্থিতির গরমিলের কারণগুলো আলোচনা করা হলঃ

১. **ব্যবসায়ীর চেক যথাসময়ে উপস্থাপন না করা ঃ** ব্যবসায়ী যখন দেনাদার থেকে কোন চেক গ্রহণ করেন তখন তা ব্যাংকে আদায়ের জন্য পাঠান এবং সাথে সাথে নগদান বইতে ডেবিট করে থাকেন। ব্যাংক চেকটি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ব্যবসায়ীর হিসাবে ক্রেডিট করে না। তাই মধ্যবর্তী সময়ে জের মেলাতে গেলে গরমিল দেখা দেয়।

২. **ব্যাংকে জমা হওয়া অর্থের সংবাদ না জানা ঃ** অনেক সময় ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে বিল, লভ্যাংশ, বিনিয়োগের সুদ, চেক প্রভৃতি পেয়ে তা আদায়ের পর গ্রাহকের হিসাবের জমা করে। গ্রাহক এ তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত তার নগদান বইতে এ অর্থ ডেবিট করে না। ফলে গরমিল দেখা দেয়।

৩. **ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ প্রদানের সংবাদ না জানা ঃ** ব্যাংক কখনও কখনও গ্রাহকের পক্ষে তৃতীয় পক্ষকে টাকা প্রদান করে (প্রিমিয়াম, বিল ইত্যাদি) এবং ব্যাংক হিসাবসহ পাশ বইতে উক্ত টাকা ডেবিট করে। গ্রাহক এ তথ্য না জানা পর্যন্ত তাঁর নগদান হিসাবে এ অর্থ ক্রেডিট করেন না। ফলে স্থিতিতে গরমিল দেখা দেয়।

৪. **ব্যাংক সুদ জমা হলে ঃ** ব্যাংক ৬ মাস বা ১ বছর পর পর গ্রাহকের হিসাবে লাভ/সুদ ক্রেডিট করে থাকে এবং পাশ বইতে লিখে দেয়। এ সংবাদ গ্রাহক না জানলে তাঁর নগদান বইতে এ অর্থ ডেবিট করবেন না। ফলে গরমিল দেখা দেবে।

৫. **দেনাদারের সরাসরি ব্যাংকে টাকা জমাদান ঃ** গ্রাহকের কোন দেনাদার গ্রাহককে না জানিয়ে পূর্ব সম্মতিতে গ্রাহকের হিসেবে চেক বা নগদ টাকা জমা দিতে পারে। ব্যাংক এ অর্থ পাশ বইতে লিখে দেয় কিন্তু গ্রাহক এ খরব না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর নগদান হিসাবে ডেবিট করেন না। ফলে উভয় স্থিতিতে গরমিল দেখা দেয়।

৬. **ব্যাংক কর্তৃক অর্থ কর্তন ঃ** ব্যাংক কোন সেবার বিনিময়ে ব্যাংক চার্জ কাটলে, বছর শেষে (এক্সাইজ ডিউটি) আবগারী শুল্ক কাটলে বা এমন অন্য কোন কর্তনের ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাবকে ডেবিট করে এবং তা পাশ বইতেও লিখে দেয়া হয়। গ্রাহক এ তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর নগদান হিসাবকে ক্রেডিট করবেন না। ফলে গরমিল দেখা দেবে।

৭. **চেক বা বিল প্রত্যাখ্যান ঃ** ব্যবসায়ী ব্যাংকে কোন বিল বা চেক জমা দিয়ে নগদান বইতে ডেবিট করেন কিন্তু কোন কারণে ঐ বিল বা চেক প্রত্যাখ্যাত হলে ব্যাংকের হিসাব বা পাশ বইতে এর কোন প্রভাব পড়ে না। তাই এ সংবাদ না জানা পর্যন্ত নগদান হিসাব ও পাশ বইয়ের স্থিতিতে গরমিল থেকে যাবে।

৮. **কিছু লিপিবদ্ধ করা ও কিছু না লেখা ঃ** ব্যবসায়ী একাধিক প্রদেয় বিলের কিছু নগদান বইতে লিখলেন এবং কিছু লিখলেন না কিন্তু ব্যাংক বিল পেয়ে সব বিল পরিশোধ করে দিল। এ অবস্থায় উভয় বইয়ের স্থিতিতে গরমিল দেখা দেবে।

৯. **কিছু আদায় ও কিছু অনাদায়ী থাকা ঃ** গ্রাহক একাধিক প্রাপ্য বিল ব্যাংকে জমা দিয়ে নগদান হিসাবে ডেবিট করে থাকেন। কিন্তু দেখা গেল এক বা একাধিক বিল নির্দিষ্ট তারিখে আদায় হল না। এক্ষেত্রে উভয় বইতে গরমিল থেকে যাবে।

১০. **জমাতিরিক্ত অর্থের সুদ চার্জ করা ঃ** ব্যাংক কখনও গ্রাহককে ওভারড্রাফট মঞ্জুর করতে পারে। বছর শেষে এর উপর সুদ চার্জ করলে ব্যাংক পাশ বইতে এ অর্থ ডেবিট করে থাকে। গ্রাহক না জানা পর্যন্ত নগদান হিসাবের জের ও পাশ বইয়ের জেরের ভেতর গরমিল থেকে যাবে।

১১. **স্বীকৃত বিল পরিশোধিত না হওয়া ঃ** আমানতকারী কখনও প্রদেয় বিলে স্বীকৃতি দিয়ে ব্যাংকে পাঠাতে পারেন। কিন্তু কোন কারণে বিল পরিশোধিত না হলে নগদানও পাশ বইয়ের স্থিতিতে গরমিল থাকবে।

১২. **বিলের বাট্টাকৃত মূল্যের পরিবর্তে মূল আসল লেখা ঃ** গ্রাহক কখনও বিল বাট্টা করতে পারেন কিন্তু ভুলে নগদান বইমে মূল অর্থ লিখে রাখলেন। এক্ষেত্রে ব্যাংকের পাশ বই ও নগদান হিসাবের জেরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যাবে।

পাঠ-সংক্ষেপ

কোন ব্যবসায়ীর নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের জেরের সাথে পাশ বইয়ের জেরের মিল থাকা উচিৎ। অনেকগুলো কারণ আছে যার কারণে অনেক সময় ঐ দুটি বইয়ের জেরে গরমিল দেখা দেয়। নগদান বইয়ের নির্ভূলতা প্রমাণের জন্য এ গরমিলের কারণ উদ্‌ঘাটন করা দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১০.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ব্যবসায়ী সঠিকভাবে চেক কাটলে এবং সঠিকভাবে নগদান বইতে লিখলেই কি পাশ বই ও নগদান বইয়ের স্থিতি একই থাকবে ?

ক) হ্যাঁ

খ) না

গ) কোনটি নয়।

২. নগদান বইয়ের স্থিতি এবং পাশ বইয়ের স্থিতির মিলের জন্য কোনটি সমোধিক প্রযোজ্য ?

ক) প্রতিটি লেন-দেন সম্পর্কে ব্যাংককে জানতে হবে।

খ) প্রতিটি লেন-দেন সম্পর্কে ব্যাংকের জানার দরকার নেই।

গ) ব্যাংক সংক্রান্ত প্রতিটি লেন-দেন সম্পর্কে যথাসম্ভব দ্রুত উভয় পক্ষকে জানতে হবে।

ঘ) কোনটি নয়।

পাঠ-৫

ব্যাংক হিসাব-মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুতকরণ
Preparation of Bank Reconciliation Statement

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরীর নিয়ম উল্লেখ করতে পারবেন
- নিজে ব্যাংক হিসাব-মিলকরণ বিবরণী তৈরী করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ব্যাংক হিসাব-মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুতের নিয়মাবলী (Rules for Preparation of Bank Reconciliation Statement) ঃ

ব্যাংক হিসাব-মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুত করার সময় প্রথমে একটি তিন ঘর বিশিষ্ট ছক আকঁতে হবে। প্রথম ঘরে বিবরণ, দ্বিতীয় ঘরে অভ্যন্তরীণ শুধু যোগ বা শুধু বিয়োগের অংক এবং তৃতীয় ঘরে শুধু যোগ বা শুধু বিয়োগের অংকগুলির যোগ ও বিয়োগফল লিখতে হয়।

এরপর প্রথমে পাশ বইয়ের সাথে নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের প্রতিটি আইটেম মিলিয়ে দেখতে হবে। যেগুলো মিলে যাবে সেগুলোতে চিহ্ন (টিক বা রং) দিয়ে রাখলে ভাল হয়। যেগুলোতে চিহ্ন পড়েনি সেগুলোই গরমিলের কারণ বলে ধরতে হবে।

একটি ব্যাপার মনে রাখতে হবে, যে অংক পাশ বইতে ডেবিট দিকে দেখান হয় তা নগদান বইতে ক্রেডিট দিকে থাকবে। আর সাধারণভাবে নগদান বইয়ের ডেবিট ব্যালান্স এবং পাশ বইয়ের স্থিতি (অংকের ক্ষেত্রে যেটা দেয়া থাকে বা দুটিই থাকলে কোন একটি) ভিত্তি হিসেবে ছকে লিখে যে অংকগুলো লেখা হয়নি তা নগদান বা পাশবইয়ের (ভিত্তি স্থিতির) সাথে সামঞ্জস্য রেখে যোগ/বিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে যোগ হবার অংকের যোগ ফল স্থিতির সাথে যোগ করে বিয়োগ হবার সব অংকের যোগফল বিয়োগ করলে বিপরীত বইয়ের স্থিতির সাথে মিলে যাবে। নিম্নে কোনটি যোগ ও কোনটি বিয়োগ করতে হবে তা দেখানো হল (ধরি, নগদান বইয়ের স্থিতি প্রথমে লিখে মিলকরণ বিবরণী শুরু হয়েছে) ঃ

১. **চেক কাটা হয়েছে কিন্তু চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি ঃ** এক্ষেত্রে চেক কাটার সাথে সাথে নগদান বইয়ের স্থিতি কমানো হয়েছে কিন্তু পাশ বইয়ের স্থিতি কমানো হয়নি। যেহেতু পাশ বইয়ের সঠিক স্থিতিতে আমরা পৌঁছতে চাই, তাই চেকের অংক নগদান বইয়ের লেখা স্থিতির সাথে যোগ করতে হবে।

২. **চেক/বিল আদায়ের জন্য ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে কিন্তু এখনও আদায় হয়নি ঃ** এমতাবস্থায় নগদান হিসাবে অর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু পাশ বইতে অর্থ বৃদ্ধি পায়নি। এজন্য পাশ বইয়ের সাথে মেলাতে নগদান বইয়ের স্থিতি থেকে এ অংক বিয়োগ করতে হবে।

৩. **ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে অন্যের থেকে অর্থ আদায় করলে ঃ** এমন অবস্থায় ব্যাংকের পাশ বইতে অর্থ বৃদ্ধি ঘটবে। ব্যবসায়ী সংবাদ না জানায় নগদান বইয়ে ডেবিট করেননি। সুতরাং নগদানের স্থিতির সাথে এ অংক যোগ হবে।

৪. **ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে অন্যকে অর্থ পরিশোধ করলে ঃ** বীমার প্রিমিয়াম, বিল ইত্যাদি পরিশোধের নির্দেশ ব্যাংকে থাকলে নির্দিষ্ট দিনে ব্যাংক তা পরিশোধ করলে ব্যাংকের পাশ বইতে স্থিতি কম থাকবে। এজন্য নগদান বইয়ের স্থিতি থেকে এ অংক বিয়োগ করতে হবে।

৫. **ব্যাংকে সুদ জমা হলে ঃ** ব্যাংকে সুদ জমা হলে পাশ বইতে স্থিতি বৃদ্ধি পায়। এজন্য নগদান বইয়ের স্থিতির সাথে এ অংক যোগ করতে হবে।

৬. **দেনাদার সরাসরি ব্যাংকে টাকা জমা দিলে ঃ** এমতাবস্থায় পাশ বইতে স্থিতি বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং নগদান বইয়ের স্থিতির সাথে এ অংক যোগ করতে হবে।

৭. **ব্যাংক কর্তৃক কর্তন করলে ঃ** ব্যাংক চার্জ বা আবগারী শুল্ক ব্যাংক কেটে রাখলে পাশ বইয়ের স্থিতি কম হয়। সুতরাং এমতাবস্থায় নগদান বইয়ের স্থিতি থেকে এ অংক বিয়োগ করতে হবে।

৮. **চেক বা বিল প্রত্যাখ্যাত হল ঃ** ব্যবসায়ী চেক বা বিল ব্যাংকে পাঠালে নগদান বইয়ের স্থিতি বৃদ্ধি পায় কিন্তু ঐ চেক বা বিল প্রত্যাখ্যাত হলে পাশ বইয়ের স্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটে না। এজন্য নগদান বইয়ের স্থিতি থেকে এ অংক বিয়োগ করতে হবে।

৯. **প্রদেয় কিছু বিল লিখে ও কিছু বিল না লিখে ব্যাংকে প্রেরণ করা হল ঃ** এমতাবস্থায় ব্যাংক সব বিল পরিশোধ করলে পাশ বইয়ের স্থিতি কম থাকবে। তাই যেগুলো নগদান বইতে লেখা হয়নি তাদের মোট অংক নগদান বইয়ের স্থিতি থেকে বিয়োগ করতে হবে।

১০. **কিছু প্রাপ্য বিল আদায় ও কিছু প্রাপ্য বিল অনাদায়ী থেকে গেল ঃ** এক্ষেত্রে প্রাপ্য বিল ব্যাংকে জমা দেয়ার সময়ই নগদান হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে বিধায় নগদান বইয়ের স্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু যে বিলগুলো আদায় হয়নি তার অর্থ পাশ বইতে জমা হয়নি। অর্থাৎ পাশ বইয়ের স্থিতি কম রয়েছে। সুতরাং নগদান বইয়ের স্থিতি থেকে এ অংক বিয়োগ করতে হবে।

১১. **ওভারড্রাফটের সুদ চার্জ করলে ঃ** ব্যাংক ওভারড্রাফটের সুদ চার্জ করলে পাশ বইয়ের স্থিতি কমে যাবে। সুতরাং নগদান বইয়ের স্থিতি থেকে এ অংক বিয়োগ করতে হবে।

১২. **স্বীকৃত বিল পরিশোধিত না হলে ঃ** কোন কারণে এমন হলে নগদান বইয়ের স্থিতি কম হবে, পাশ বইয়ের কোন প্রভাব পড়বে না। সুতরাং নগদানের স্থিতির সাথে এ অংক যোগ হবে।

এমনি ধরনের আরো কারণের উদ্ভব হতে পারে যেজন্য পাশ বই ও নগদান বইয়ের গরমিল দেখা দেয় এবং সমন্বয় সাধন করতে হয়। সব সময় মনে রাখতে হবে, যে স্থিতি দিয়ে শুরু হয়েছে তার বিপরীতে বইয়ের টাকা বৃদ্ধি পেল না কমল সেটা ভাবতে হবে। যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রারম্ভিক জেরের সাথে যোগ করতে হবে। আর যদি কমে তাহলে ঐ জের থেকে বিয়োগ করতে হবে। এটাই যোগ-বিয়োগের সহজ নিয়ম। কারণ যে বইয়ের স্থিতি দিয়ে শুরু হয়, তার বিপরীত বইয়ের স্থিতিতে পৌঁছতে হবে।

আমরা উপরোক্ত ১২টি সমন্বয় নগদান বইয়ের স্থিতি দিয়ে মিলকরণ শুরু হয়েছে বলে ধরেছিলাম। যদি পাশ বইয়ের স্থিতি দিয়ে শুরু করা হয, তাহলে উপরোক্ত নিয়ম উল্টে যাবে। অর্থাৎ যোগের স্থলে বিয়োগ করতে হবে এবং বিয়োগের স্থলে যোগ করতে হবে।

আবার সাধারণ ব্যাংক হিসাবের ক্ষেত্রে যেগুলো যোগ হবে এবং যেগুলো বিয়োগ হবে, Overdraft বা ব্যাংক জমার অতিরিক্ত হিসাবে থাকলে এ নিয়মের উল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ ব্যাংক হিসাবের ক্রেডিট জের হয়ে থাকে কিন্তু Overdraft-এর ক্ষেত্রে ডেবিট জের প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

এসব সমন্বয় সহযোগে নিম্নে একটি নমুনা ব্যাংক হিসাব মিলকরণ বিবরণী প্রদত্ত হল ঃ

মেসার্স .....
ব্যাংক হিসাব-মিলকরণ বিবরণী
৩১ শে ডিসেম্বর, ২০০২

বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদান বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		***
যোগ ঃ		
১. চেক কাটা হয়েছে কিন্তু চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি।	***	
২. ব্যাংক অন্যের থেকে টাকা আদায় করেছে। কিন্তু গ্রাহককে জানায়নি।	***	
৩. ব্যাংক জমাকৃত অর্থের উপর লাভ দিয়েছে কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি।	***	
৪. দেনাদার সরাসরি ব্যাংকে টাকা জমা দিয়েছেন।	***	
৫. স্বীকৃত বিল ব্যাংককে এখনও পরিশোধ করতে হয়নি।	***	***
		***
বিয়োগ ঃ		
১. চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে কিন্তু এখনও টাকা আদায় হয়নি।	***	
২. ব্যাংক অন্যকে অর্থ পরিশোধ করেছে কিন্তু এখনও নগদান বইতে লেখা হয়নি।	***	
৩. ব্যাংক কর্তৃক আবগারী শুল্ক কাটা হয়েছে।	***	
৪. চেক/বিল প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কিন্তু ব্যাংক এখনও তা জানায়নি।	***	
৫. *** টাকার বিল (প্রদেয়) নগদান বইতে লিখে এবং *** টাকার বিল নগদান বইতে না লিখে ব্যাংক পাঠানো হয়েছে যার সবগুলি ব্যাংক পরিশোধ করেছে (না লেখা বিলের অংক)।	***	
৬. কিছু প্রাপ্য বিল আদায় হয়েছে এবং কিছু প্রাপ্য বিল অনাদায়ী রয়ে গেছে যা এখনও জানা যায়নি (অনাদায়ী বিলগুলির অর্থ)	***	
৭. ওভারড্রাফটের সুদ চার্জ করা হয়েছে কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি।	***	
	***	***
পাশ বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		***

ব্যাংক হিসাব-মিলকরণ বিবরণী তৈরী করার সময় অংকে পাশ বহির উদ্বৃত্ত দেয়া আছে না নগদান বহির উদ্বৃত্ত দেয়া আছে তা দেখতে হবে। যে উদ্বৃত্ত দেয়া আছে তা দিয়ে মিলকরণ শুরু করতে হবে। এ উদ্বৃত্তের সাথে সম্পর্কিত সমন্বয়গুলো যোগ বা বিয়োগ করতে হবে। যদি উভয় বইয়ের উদ্বৃত্ত দেয়া থাকে তাহলে যে কোন একটি উদ্বৃত্ত নিয়ে মিলকরণ বিবরণী তৈরী করা যায়। নিম্নে উদাহরণ দেয়া হল।

উদাহরণ-১

নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে ব্যাংকের হিসাব মিলকরণ বিবরণী তৈরী করুন ঃ

ক) ২০.১২.২০০২ তারিখে ৫,০০০ টাকা ও ১,০০০ টাকার দুটি চেক কাটা হয়েছিল কিন্তু ৩১.১২.২০০২ তারিখ পর্যন্ত চেক দু'টি ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি।

খ) ২৯.১২.২০০২ তারিখে ১,৪০০ টাকা এবং ৯,০০০ টাকার দুটি চেক ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছিল কিন্তু ৩১.১২.০২ তারিখ পর্যন্ত তা আদায় হয়নি।

গ) ২৮.১২.২০০২ তারিখে ব্যাংক আমানত হিসাবে ২৫০ টাকা লাভ প্রদান করে।

ঘ) ভ্যাট বাবদ ব্যাংক ৫০ টাকা কেটে রাখে। এ দুটি হিসাব ব্যাংক গ্রাহককে জানায়নি।

ঙ) ব্যাংক ৮,০০০ টাকার বিল পরিশোধ করে যা নগদান বাইতে লেখা হয়নি।

চ) ডিভিডেন্ড হিসেবে ব্যাংক ১,০০০ টাকা আদায় করে যা ক্যাশ বইতে লেখা হয়নি।

ছ) ব্যাংক সার্ভিস চার্জ হিসেবে ১,০০০ টাকা কেটে রেখেছে কিছু এখনও নগদান বইতে লেখা হয়নি।

এক্ষেত্রে দেখা যায়, পাশ বইয়ের স্থিতি ৪২,৫০০ টাকা এবং নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের স্থিতি ৫৪,৭০০ টাকা।

সমাধান

ব্যাংক হিসাব মিলকরণ বিবরণী
তারিখ ঃ ৩১.১২.২০০২

বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		৫৪,৭০০
যোগ ঃ		
১. চেক কাটা হয়েছিল কিন্তু ৩১ তারিখেও উপস্থাপিত হয়নি। (৫,০০০+১,০০০)	৬,০০০	
২. ব্যাংক লাভ প্রদান করেছে কিন্তু নগদান বইতে তা লেখা হয়নি।	২৫০	
৩. ব্যাংক ডিভিডেন্ড আদায় করেছে কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি।	১,০০০	৭,২৫০
		৬১,৯৫০
বিয়োগ ঃ		
১. চেক ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছিল কিন্তু ৩১.১২.০২ তারিখ পর্যন্ত আদায় হয়নি (১,৪০০+৯,০০০)	১০,৪০০	
২. ব্যাংক ভ্যাট হিসেবে কেটে রয়েছে কিন্তু গ্রাহককে জানায়নি।	৫০	
৩. বিল পরিশোধিত হয়েছে যা নগদান বইতে লেখা হয়নি।	৮,০০০	
৪. ব্যাংক সার্ভিস চার্জ হিসেবে কেটে রেখেছে কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি।	১,০০০	১৯,৪৫০
পাশ বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা উদ্বৃত্ত		**৪২,৫০০**

উদাহরণ-২

মেসার্স শাহীন এন্টারপ্রাইজের পাশ বইতে ১,০০,০০০ টাকা ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত আছে ; কিন্তু নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামে ৯১,০০০ টাকা ডেবিট উদ্বৃত্ত দেখা গেল। উভয় বই পরীক্ষা করে নিম্নোক্ত কারণগুলি চিহ্নিত করা গেল ঃ

ক) ৩১.১২.২০০১ তারিখে ১,২৫,০০০ টাকার একটি চেক ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছিল কিন্তু অফিস সময়ের পরে পৌঁছানোর জন্য ঐ দিন ব্যাংক হিসাবে জমা হয়নি।

খ) পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুসারে ব্যাংক ২৫,০০০ টাকার একটি বিল পরিশোধ করেছে যা ৩১ তারিখ পর্যন্ত জানা যায়নি।

গ) মি. সালামকে ২০,০০০ টাকার একটি চেক দেয়া হয়েছিল কিন্তু ৩১.১২.০১ তারিখ পর্যন্ত তিনি তা ব্যাংকে উপস্থাপন করেননি।

ঘ) জনাব খসরুজ্জামান ৬০,০০০ টাকার একটি চেকের মাধ্যমে পাওনা শোধ করেছিলেন। ম্যানেজারকে ব্যাংকে জমা দেয়ার জন্য দিলেও তিনি ভুলে ড্রয়ারে চেকটি রেখে দেন যা ৩১.১২.২০০১ তারিখেও ব্যাংকে পৌঁছেনি।

ঙ) ব্যাংক জমার উপর ১,০০০ টাকা লাভ প্রদান করা হয়েছে যা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

চ) দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে ১,২০,০০০ টাকা জমা দেয়া হয়েছে কিন্তু এখনও তা ক্যাশ বইয়ে লেখা হয়নি।

ছ) ৭৮,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য বিল ব্যাংক আদায় করেছে কিন্তু গ্রাহককে কোন সংবাদ দেয়নি।

৩১.১২.২০০১ তারিখে ব্যাংক হিসাব মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুত করুন।

সমাধান

মেসার্স শাহীন এন্টারপ্রাইজ
ব্যাংক হিসাব মিলকরণ এন্টারপ্রাইজ
৩১শে ডিসেম্বর, ২০০১

বিবরণ	টাকা	টাকা
পাশ বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		১,০০,০০০
যোগ ঃ		
১. চেক জমার জন্য পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তা ক্রেডিট করেনি।	১,২৫,০০০	
২. ব্যাংক কর্তৃক বিল পরিশোধ করেছে কিন্তু তা নগদান বইতে লেখা হয়নি।	২৫,০০০	
৩. দেনাদার থেকে চেক নিয়ে ব্যাংকে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ভুলক্রমে তা ম্যানেজারের ড্রয়ারে রয়ে গেছে।	৬০,০০০	২,১০,০০০
		৩,১০,০০০
বিয়োগ ঃ		
১. জনাব সালামকে চেকের মাধ্যমে পাওনা শোধ করা হয় কিন্তু তিনি তা ব্যাংকে উপস্থাপন করেননি।	২০,০০০	
২. ব্যাংক জমার লাভ নগদান বইতে লেখা হয়নি।	১,০০০	
৩. দেনাদার সরাসরি ব্যাংকে দেনার অর্থ জমা দিয়েছেন কিন্তু তা নগদান হিসাবে দেখানো হয়নি।	১,২০,০০০	
৪. ব্যাংক একটি প্রাপ্য বিল আদায় করেছে কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি।	৭৮,০০০	২,১৯,০০০
নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা উদ্বৃত্ত		৯১,০০০

উদাহরণ-৩

মেসার্স সাব্বির ট্রেডার্স ব্যাংক জমার অতিরিক্ত উত্তোলন (Overdraft) করেছেন। পাশ বই অনুযায়ী জমাতিরিক্ত উত্তোলন ১,৯৪,০০০ টাকা এবং নগদান বইয়ের ব্যাংকের ঘরে ২,৫২,৫০০ টাকা জমাতিরিক্ত উত্তোলন দেখা যাচ্ছে। ৩১.১২.২০০২ তারিখে নিম্নোক্ত কারণগুলি খুঁজে বের করা হল। একটি ব্যাংক হিসাব মিলকরণ বিবরণী তৈরী করুন ঃ

ক) ২৫,০০০ টাকার চেক কাটা হয়েছিল কিন্তু প্রাপক চেকটি ৩১ তারিখেও ব্যাংকে জমা দেননি।

খ) ৭৫,০০০ টাকার একটি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছিল কিন্তু ৩১.১২.২০০২ তারিখ পর্যন্ত তা আদায় হয়নি।

গ) প্রাপ্য বিলের ১,২৫,০০০ টাকা ব্যাংক আদায় করেছে কিন্তু তা ক্যাশ বইতে এন্ট্রি হয়নি।

ঘ) জমাতিরিক্ত উত্তোলন সুদ চার্জ করেছে ৫,০০০ টাকা কিন্তু নগদান বইতে তা লেখা হয়নি।

ঙ) ৩১.১২.০২ তারিখে ১,০০০ টাকা ব্যাংক চার্জ লেখা হয়েছে নগদান বইতে কিন্তু ব্যাংকের ক্লার্ক ভুলক্রমে ব্যাংক হিসাবে লেখেনি।

চ) ব্যাংক গ্রাহকের ডিভিডেন্ডের ১২,৫০০ টাকা গ্রহণ করেছে কিন্ত নগদান বইতে তা লেখা হয়নি।

ছ) ব্যাংকে ১৭,৫০০ টাকার চেক জমা দেয়া হয়েছিল কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

জ) দেনাদারের থেকে প্রাপ্ত চেক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যার টাকার অংক ছিল ১২,৫০০ টাকা।

ঝ) ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ হিসেবে ৫,০০০ টাকা আদায় করেছে।

সমাধান

মেসার্স সাব্বির এন্টারপ্রাইজ
ব্যাংক হিসাব মিলকরণ এন্টারপ্রাইজ
৩১শে ডিসেম্বর, ২০০২

বিবরণ	টাকা	টাকা
পাশ বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		১,৯৪,০০০
যোগ ঃ		
১. চেক কাটা হয়েছিল কিন্তু তা ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি।	২৫,০০০	
২. ব্যাংক প্রাপ্য বিলের অর্থ আদায় করেছে কিন্তু তা নগদান বইতে লেখা হয়নি।	১,২৫,০০০	
৩. নগদান বইতে ব্যাংক চার্জ লেখা আছে কিন্তু ব্যাংক হিসাবে লিখতে ভুলে গেছে।	১,০০০	
৪. ব্যাংক গ্রাহকের ডিভিডেন্ড গ্রহণ করেছে কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি।	১২,৫০০	
৫. ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করেছে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।	৫,০০০	১,৬৮,৫০০
		৩,৬২,৫০০
বিয়োগ ঃ	৭৫,০০০	
১. চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছিল কিন্তু তা আদায় হয়নি।	১৭,৫০০	
২. ব্যাংকে জমা দেয়া চেক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।	১২,৫০০	
৩. দেনাদার থেকে প্রাপ্ত চেক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।	৫,০০০	১,১০,০০০
৪. ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুদ চার্জ করেছে কিন্তু নগদান বইতে তা লেখা হয়নি।		২,৫২,৫০০
নগদান বই অনুযায়ী জমাতিরিক্ত উত্তোলন		

পাঠ-সংক্ষেপ

- নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের স্থিতি এবং পাশ বইয়ের স্থিতির মধ্যেকার গরমিল দেখা দিলে ঐ গরমিলগুলো খুঁজে বের করে যে স্থিতি নিয়ে সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা হচ্ছে তার সাথে মিল রেখে কারণগুলির কোনটি যোগ কোনটি বিয়োগ করে অন্য স্থিতিতে পৌঁছতে হয়। এভাবে মিলকরণ বিবরণী তৈরী হয়। কোন্‌গুলি যোগ ও কোন্‌গুলি বিয়োগ হবে এ সংক্রান্ত কিছু নিয়ম রয়েছে। এ নিয়মানুযায়ী বিবরণী প্রস্তুত করতে শুরু করলে সহজেই বিবরণী প্রস্তুত করা যাবে।

পাঠোত্তোর মূল্যায়ন ঃ ১০.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ব্যাংক হিসাব মিলকরণ বিবরণীর কয়টি ঘর থাকে ?

ক) ২টি খ) ৩টি

গ) ৪টি ঘ) ৫টি।

২. যে বইয়ের স্থিতি দিয়ে অংক শুরু হয়েছে তার বিপরীত বইয়ের অর্থ কমলে বা বাড়লে নিম্নের কোন কাজটি করতে হবে ?

ক) কমলে বিয়োগ হবে এবং বাড়লে যোগ দিতে হবে খ) কমলে বিয়োগ করতে হবে, বাড়লেও বিয়োগ করতে হবে

গ) কমলে যোগ দিতে হবে এবং বাড়লে বিয়োগ করতে হবে ঘ) কমলে যোগ দিতে হবে, বাড়লেও যোগ দিতে হবে।

রচনামূলক অনুশীলনী ঃ

১. ব্যাংক বলতে আপনি কি বুঝেন ?
২. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলীর উল্লেখ করুন।
৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৫টি কাজের বর্ণনা দিন।
৪. ব্যাংক হিসাবের শ্রেণীভেদ আলোচনা করুন।
৫. ৪টি বিশেষ হিসাবের বর্ণনা দিন।
৬. ব্যাংকে হিসাব খোলার পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৭. ব্যাংকে কিভাবে টাকা জমা দিতে হয় বর্ণনা করুন।
৮. আপনার হিসাব থেকে আপনি টাকা উত্তোলন করতে চাইলে কি করবেন ?
৯. চেক ও পাশ বইয়ের চিত্রসহ এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
১০. নগদান বই ও পাশ বইয়ের উদ্বৃত্তের মধ্যেকার গরমিলের ১০টি কারণ উল্লেখ করুন।
১১. ব্যাংক হিসাব মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ভিত্তি স্থিতির সাথে কোনটি যোগ হবে এবং স্থিতি থেকে কোনটি বিয়োগ হবে সে সম্পর্কিত নীতিমালা বর্ণনা করুন।

গাণিতিক সমস্যা ঃ ১

মেসার্স আনিকা এন্টারপ্রাইজ-এর নগদান বইয়ের ব্যাংকের ঘরে ৩,৫৪,৭৫০ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্ছে যা পাশ বইয়ের ৩১.১২.০২ তারিখের উদ্বৃত্তের সাথে মিলছে না। পর্যবেক্ষণের পর নিম্নোক্ত কারণগুলো পাওয়া গেল। একটি ব্যাংক হিসাব মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুত করুন।

ক) ১,৫০,০০০ টাকা, ৯০,০০০ টাকা এবং ১০,৮০০ টাকার তিনটি চেক ২৭.১২.০২ তারিখে কাটা হয় কিন্তু ৩১.১২.০২ তারিখেও সেগুলি ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি।

খ) একজন দেনাদার সরাসরি ব্যাংক হিসাবে ১৫,০০০ টাকা জমা দিয়েছে কিন্তু নগদান বইতে এমন কোন অংক ডেবিট করা হয়নি।

গ) ৩০.১২.০২ তারিখে ব্যাংক সার্ভিস চার্জ হিসেবে ১,০৫০ টাকা ডেবিট করেছে কিন্তু নগদান বইতে এ অর্থ লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

ঘ) দেনাদারের নিকট থেকে প্রাপ্ত ৭,৫০০ টাকা চেক ২৫শে ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্য নগদান বইতে কোন এন্ট্রি করা হয়নি।

ঙ) ৩১.১২.০২ তারিখে ব্যাংকে ৪২,৯০০ টাকার একটি চেক পাঠানো হয়েছে কিন্তু দেরীতে পৌঁছানোতে তা ঐ দিন জমা হয়নি।

চ) ৮২,৫০০ টাকার একটি বিল ৪,০৫০ টাকা বাট্টা দিয়ে ভাঙ্গানো হয় কিন্তু নগদান বইতে পূর্ণ মূল্যই লেখা হয়েছে।

(উঃ পাশ বইয়ের উদ্বৃত্ত হবে ৫,৬৫,০৫০ টাকা)

গানিতিক সমস্যা ঃ ২

মেসার্স সাদিয়া ট্রেডার্সের নগদান বইতে ব্যাংকের ঘরে ২২,৫০০ টাকা ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন দেখানো হয়েছে। পাশ বইয়ের সাথে এ অংক মিলছেনা। লেন-দেন অনুসন্ধান করে নিম্নোক্ত কারণ উদ্‌ঘাটন করা হল ঃ

ক) ৩,৭৫০ টাকার একটি চেক ব্যাংকে জমা দিলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কিন্তু প্রত্যাখ্যানের জন্য নগদান বইতে কোন কিছু লেখা হয়নি।

খ) ৩,০০০ টাকার লভ্যাংশ ব্যাংক আদায় করেছে কিন্তু নগদান বইতে সেরূপ কোন এন্ট্রি পাওয়া যায়নি।

গ) ব্যাংক ৭৫ টাকা ব্যাংক চার্জ কেটে রেখেছে কিন্তু নগদান বইতে তা লেখা নেই।

ঘ) ৩৭,৫০০ টাকার একটি চেক কাটা হয় কিন্তু এখনও তা ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি।

ঙ) ৯,০০০ টাকার এটি বিলের অর্থ ব্যবসার অন্য ব্যাংক একাউন্ট থেকে পরিশোধিত হয়েছে

চ) ১৮,৭৫০ টাকার একটি চেক ব্যাংকে জমা দিলেও তা এখনও আদায় করা হয়নি।

ছ) নগদান বইয়ের ব্যাংকের কলামের (ক্রেডিট) যোগফল নির্ণয় করার সময় ৫,২৫০ টাকা গণনায় বাদ পড়েছে।

জ) ব্যাংক ২,২৫০ টাকার সার্ভিস চার্জ কেটেছে যা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

৩১.১২.২০০০ তারিখে একটি ব্যাংক হিসাব মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুত করে পাশ বইয়ের সঠিক জমাতিরিক্ত উত্তোলন বের করুন।

(উত্তর ৩,০৭৫ টাকা)

গানিতিক সমস্যা ঃ ৩

জনাব আবু নজিরের একই ব্যাংকে একাধিক হিসাব রয়েছে। ৫,২৫০ নং একাউন্টের জন্য ইস্যুকৃত পাশ বইতে ঐ হিসাবের জমাতিরিক্ত উত্তোলন দেখানো হয়েছে ৫,৩৮,৫০০ টাকা। কিন্তু তার ব্যবসার নগদান বইতে ঐ হিসাবের জন্য রক্ষিত ব্যাংক কলামের উদ্বৃত্তের সাথে এ অংকের কোন মিল নেই। বিশদ পর্যবেক্ষণের পর নিম্নলিখিত কারণগুলি আবিস্কার করা হলো (৩১.১২.০২ তারিখ) ঃ

ক) ২৯.১২.০২ তারিখে জনাব নজির মোট ১,৩০,৫০০ টাকার চেক কেটেছিলেন কিন্তু তন্মধ্যে ৭৯,৫০০ টাকার চেক ৩১.১২.০২ তারিখ পর্যন্ত ভাঙ্গায়নি।

খ) ব্যাংক ঐ হিসাবে ৪৮,০০০ টাকার ঋন পত্রের সুদ আদায় করে কিন্তু নগদান বইতে এ সুদ ডেবিট করা হয়নি।

গ) সুদ বাবদ মোট ৩৬,০০০ টাকা উক্ত হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে কিন্তু এ অর্থ নগদান বইতে লেখা হয়নি।

ঘ) ব্যাংকে ২,৩৭,০০০ টাকা জমা দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ইহা ৫,২৫৫ নং একাউন্টে জমা করা হয়েছে।

ঙ) বিভিন্ন চেক ও নগদে ৩১.১২.০২ তারিখে ৩,৩৯,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিতে পাঠানো হয় কিন্তু এর মধ্যে ১,৪২,৫০০ টাকার চেক ০২.০১.০৩ তারিখে জমা হয়েছে।

চ) ৫২৫৫ নং হিসাবের ৭,৫০০ টাকা ভুলক্রমে ৫২৫০ নং হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

ছ) ২৭ শে ডিসেম্বর তারিখে ২৭,০০০ টাকার একটি চেক পাশ বইতে ক্রেডিট করা হয়েছিল কিন্তু উহা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল এবং ৪ঠা জানুয়ারী ২০০৩ তারিখে তা উক্ত হিসাবে ডেবিট করা হয়েছিল।

আপনি ৫২৫০ নং হিসাবের জন্য একটি ব্যাংক হিসাব মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুতকরুন।

(উঃ নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত ৩,৪২,০০০ টাকা)

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১০.১	ঃ	১.ক;	২.খ;	৩.গ;	৪.ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১০.২	ঃ	১.ক;	২.গ;	৩.ঘ;	৪.খ;	৫.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১০.৩	ঃ	১.ক;	২.গ;	৩.খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১০.৪	ঃ	১.খ;	২.গ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১০.৫	ঃ	১.খ;	২.ক			